যুগান্তর

JAN. 15 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনায় বিএল কলেজে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ গুলি বোমা : হল ভাংচুর

খুলনা ব্যুরো

গতকাল দুপুরে, দৌলতপুর বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, তিনটি ছাত্র হল ভাংচুর, গুলিবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দুজন ছাত্রনেতা আহত হন। হলগুলোতে সশস্ত্র ক্যাডারদের অবস্থানের খবরে পুলিশ তল্লাশি চালাতে চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল দুপুর ১২টায় খালিশপুর হাজী

ভাংচুর : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

খুলনা বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গতকাল ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে (বাঁয়ে); পুলিশি অ্যাকশন (ডানে)

ভাংচুর : বিএল কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মুহসীন কলেজের ছাত্রশিবির নেতা ও ছাত্র সংসদের ভিপিকে ছাত্রদলের কর্মীরা ছাত্র সংসদ থেকে বের করে দিলে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে বেলা ১টায় ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা বিএল কলেজে ছাত্রদলের কর্মীদের ধাওয়া করে। তারা মোহা. মুহসীন ও তিতুমীর হলের ছাত্রদলের কর্মীদের রুম ভাংচুর করে। এ সময় এক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও ৪/৫টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রশিবিরের কলেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল মামুন ও ছাত্রলীগ নেতা [illegible] আহত হন। তারা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক [illegible] প্রায় ১ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা জানান, ছাত্র হলগুলোতে শিবিরের ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। পুলিশ হল তল্লাশির অনুমতি চাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি। বিকাল পাঁচটায় অধ্যক্ষ কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রফেসর আবদুস সোবহান মোল্লাকে প্রধান করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এরপর অধ্যক্ষ ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আলোচনা চলছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল মাস্টার্স পার্ট-১ প্রিভিয়াস পরীক্ষা দিন